১৫ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় অনুমোদিত 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃংখলা বিধি' ঃ

১. সূচনা :

ক. এ আইনে "ছাত্র" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ও ছাত্রীকে বুঝাবে।
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। কোন ছাত্র রাজনৈতিক প্রচারপত্র বিলি, রাজনৈতিক পোস্টার লাগানো বা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

সাধারণ শৃংখলা ও আচরণ বিধি ঃ

২ (ক) কোন ছাত্র কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি, অধ্যাদেশ, বিধান বা প্রবিধান অমান্য করা বা প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করা; বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ বা অন্য কোন অপরাধকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্তৃপক্ষ, তদ্‌সদস্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অসদাচরণ বা আইনশৃংখলা পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচনা করতে পারবেন। এরূপ ছাত্রের বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অত্র বিধিতে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(খ) ছাত্র শৃংখলাজনিত শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিসমূহ, তদ্‌কর্তৃক প্রদানযোগ্য শাস্তির সীমা ও প্রতিক্ষেত্রে পুনঃবিবেচনার কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	প্রদানযোগ্য শাস্তির পরিধি	পুনঃবিবেচনার কর্তৃপক্ষ
(১) শৃংখলা বোর্ড	সতর্কীকরণ, জরিমানা ধার্য, যে কোন মেয়াদের জন্য সাময়িক বরখাস্ত, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিরতরে বহিষ্কার	একাডেমিক কাউন্সিল
(২) প্রভোস্ট	সতর্কীকরণ, ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, হল থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত সাময়িক বহিষ্কার	ভাইস-চ্যান্সেলর
(৩) বিভাগীয় প্রধান	সতর্কীকরণ, ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	ভাইস-চ্যান্সেলর
(৪) প্রক্টর	সতর্কীকরণ, ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, হল থেকে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সুপারিশ করবেন এবং প্রভোস্ট উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ভাইস-চ্যান্সেলর
(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক	সতর্কীকরণ, ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা	ভাইস-চ্যান্সেলর

৩. ভাইস-চ্যান্সেলরের বিবেচনায় আইন শৃংখলা পরিপন্থী কোন ঘটনার জন্য কোন ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২ (খ) ধারায় উলিণ্ঢখিত কর্তৃপক্ষ (শৃংখলা বোর্ড বাদে) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক মনে না হলে বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তিনি বিষয়টি বিবেচনার জন্য শৃংখলা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৪. যে কোন শাস্তির বিষয়ে প্রক্টরকে নোট প্রদান করতে হবে। তিনি গৃহীত ব্যবস্থার লিখিত বিবরণ নথিভুক্ত করবেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠী তার/তাদের বিরুদ্ধে ২ (খ) ধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হলে উক্ত ধারায় নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট শাস্তি পুনঃবিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন।

৫. প্রক্টর দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলবৎ/কার্যকর করবেন। তিনি আইন শৃংখলা পরিপন্থী ও অসদাচরণের জন্য দোষী ছাত্রদের অপরাধের বিষয় প্রশংসাপত্রে/চারিত্রিক সনদপত্রে উলেণ্ঢখপূর্বক উক্ত পত্র সংশিণ্ঢষ্ট ছাত্রকে প্রদান করবেন। তবে সংশিণ্ঢষ্ট ছাত্র যদি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করে এবং যদি তিনি মার্জনা করেন তবে প্রক্টর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

৬. কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বা কোন শিক্ষকের নিকট হতে চারিত্রিক সনদপত্র গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রক্টর কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র/চারিত্রিক সনদপত্রের কপি রেজিস্ট্রার বা ঐ শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে এবং প্রদত্ত প্রশংসাপত্র/চারিত্রিক সনদপত্রে যদি উক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা পরিপন্থী/অসদাচরণ সম্পর্কিত কিছু লিখিত থাকে তবে তা হুবহু লিখে রেজিস্ট্রার বা শিক্ষক প্রশংসাপত্র/চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করবেন।

৭. আবাসিক কোন ছাত্রের আচরণ সন্দেহজনক না হলে অথবা কোন ছাত্র আইন শৃংখলা পরিপন্থী কাজের সাথে জড়িত থাকলে সংশিণ্টষ্ট প্রভোস্ট ঐ ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট (এক বছরের অধিক) সময়ের জন্য হল থেকে বের করে দিতে পারবেন। তবে বিষয়টি প্রক্টরসহ অন্যান্য সংশিণ্টষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবেন।

৮. ভিন্ন হলের ছাত্রদের কর্তৃক সংঘঠিত কোন অসদাচরণ বা আইন শৃংখলা পরিপন্থী ঘটনার জন্য যে হলে তা সংঘটিত হয়েছে ঐ হলের প্রভোস্ট তার/তাদের বির"দ্ধে সংশিণ্টষ্ট আবাসিক হলের প্রভোস্টকে অবহিত করলে তিনি বিধি অনুযায়ী শাস্ড়ির ব্যবস্থা করবেন এবং তা সংশিণ্টষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৯. কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠী প্রক্টরের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কমিটি গঠন করতে পারবে না বা এর জন্য সভা সমিতিও আহ্বান করতে পারবে না। উভয় কাজই শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ক্যাম্পাসে বাদ্যযন্ত্র বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যও পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে। এরূপ কোন প্রকার নিয়মের লংঘন শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

১০. কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠী ক্যাম্পাসে ধর্মঘট আহ্বান করতে পারবে না বা ছাত্রকে স্বাভাবিক চলাচলে বাধা প্রদান করতে পারবে না বা তাকে ক্লাশ করা হতে বিরত রাখতে পারবে না এবং এ উদ্দেশ্যে কোন সভা/সমিতি র‌্যালী করতে পারবে না। এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠী দোষী সাব্যস্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার পর্যন্ড় করা যেতে পারে। যারা এতদুদ্দেশ্যে ক্লাশ করা হতে বিরত থাকবে ঐ সকল ছাত্রের স্কলারশিপ/স্টাইপেন্ড বাজেয়াপ্তসহ শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১১. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্কলারশিপ প্রাপ্ত কোন ছাত্র আইন শৃংখলা পরিপন্থী বা অসদাচরণের মত কোন কাজের সাথে জড়িত প্রমাণিত হলে তার স্কলারশিপ বাতিল হবে এবং অপরাধের গুর"ত্ব অনুযায়ী অন্য শাস্ড়ি ভোগ করতে হবে।

১২. কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অন্য কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠীর সহিত দুর্ব্যবহার, উচ্ছৃংখল আচরণ, শারিরীক বা মানসিক নির্যাতন করতে পারবে না। এরূপ ঘটনা শাস্ড়িমূলক আচরণের মধ্যে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন ছাত্র/ছাত্রীগোষ্ঠীর সহিত দুর্ব্যবহার বা অসদাচরণ করলে তাও শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। প্রক্টর এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অপরাধের গুর"ত্ব অনুযায়ী বিষয়টি ভাইস-চ্যান্সেলরের গোচরে আনবেন।

১৩. যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ভাইস-চ্যান্সেলরের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দান করবেন বা সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করবেন। তিনি আপত্তিকর পোস্টার, পত্রিকা বা প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বাজেয়াপ্ত করবেন।

১৪. কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে কারও সাথে অসৌজন্যমূলক/উচ্ছৃংখল আচরণ করলে তা শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং অপরাধের গুর"ত্ব বিবেচনায় তাকে/তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিরতরে বহিষ্কার পর্যন্ড় শাস্ড়ি প্রদান করা যাবে।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র মাদকাসক্তি, অসামাজিক কার্যকলাপ বা নৈতিক স্খলনের অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হলে তার বির"দ্ধে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শাস্ড়ি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি কোন ছাত্র/ছাত্রগোষ্ঠীর সংঘটিত অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে তাৎক্ষণিক শাস্ড়ি বিধান জর"রী হয় তা হলে উলিণ্টখিত শাস্ড়ি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক শাস্ড়ির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, তাৎক্ষণিক শাস্ড়ির মাত্রা অবশ্যই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রদানযোগ্য শাস্ড়ির সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকে।

পরীক্ষায় শৃংখলা ও আচরণ বিধি :

১৭. পরীক্ষার হলে কোন ছাত্র কর্তৃক সংঘটিত আইন শৃংখলা পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে কর্তব্যরত প্রত্যবেক্ষক প্রধান প্রত্যবেক্ষককে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। প্রধান প্রত্যবেক্ষক অপরাধের গুর"ত্ব বিবেচনা করে সে ছাত্রকে উক্ত পত্রের পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন। এরূপ ঘটনা কর্তব্যরত প্রধান প্রত্যবেক্ষক ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট রিপোর্ট করবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

১৮. পরীক্ষার্থীগণ নিম্বর্ণিত নির্দেশসমূহ কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে ঃ

(ক) পরীক্ষার্থীগণ উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠাসহ কোথাও নিজের নাম লিখতে পারবে না। কোন পরীক্ষার্থী এরূপ লিখলে তার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা নাও হতে পারে।

(খ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থী স্পষ্টাক্ষরে তার রোল নম্বর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট জায়গায় লিখবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা নাও হতে পারে।

(গ) কোন পরীক্ষার্থী অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরের খাতা ব্যবহার করলে উক্ত অতিরিক্ত খাতার সঙ্গে তার রোল নম্বর লিখবে এবং তা মূল খাতার সাথে শক্তভাবে সংযুক্ত করে দিবে।

(ঘ) কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ও পরিচয়পত্র ছাড়া অন্যকোন কাগজপত্রসহ পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে না। কারো নিকট এরূপ কাগজপত্র পাওয়া গেলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার হল হতে বহিস্কার করা যাবে। পরীক্ষার্থীগণ শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত কাগজপত্রে লিখিত/খসড়া হিসাব করতে পারবে। পরীক্ষার খাতা ও অতিরিক্ত খাতা পরীক্ষা শেষে অবশ্যই প্রত্যবেক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে এবং এ সব ছেঁড়া বা অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা যাবে না।

(ঙ) কোন পরীক্ষার্থী সাধারণভাবে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আধ ঘন্টা পরে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরীক্ষার এক ঘন্টাকাল পূর্ণ না হলে পরীক্ষার হল ত্যাগ করতে পারবে না।

(চ) পরীক্ষার্থীর হাতে, পোশাকে, স্কেল, বলপেন, পেন্সিলসহ অংকন সম্পর্কিত কোন দ্রব্যে লেখা থাকলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং তদানুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হতে হবে।

(ছ) পরীক্ষার খাতায় বিষয় বহির্ভূত কিছু লিখা দূষণীয়/অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

(জ) কোন পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উপরেও কিছু লিখতে পারবে না।

(ঝ) কোন পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত টেবিল/চেয়ার পরীক্ষার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন কিছু লেখা থাকলে তা পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই কর্তব্যরত প্রত্যবেক্ষকের গোচরে আনতে হবে। অন্যথায় এটি পরীক্ষার্থী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

(ঞ) এ বিধিতে লেখা নেই এমন কোন বিষয়ে পরীক্ষার্থীগণ কর্তব্যরত প্রত্যবেক্ষকের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

(ট) কেউ মোবাইল ফোন পরীক্ষার হলে আনতে পারবে না। ভুলক্রমে এনে ফেললে পরীক্ষা শুরুর আগে প্রত্যবেক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে অন্যথায় কাছে রাখার অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঠ) পরীক্ষর হলে ধুমপান নিষিদ্ধ।

১৯. পরীক্ষার হলে অসদুপায়, অসদাচরণ বা পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন কাজে শৃংখলা পরিপন্থী কোন কিছু করলে সংশিণ্টষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত উপায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ক্রমিক	সংঘটিত অপরাধ	প্রদেয় শাস্তি
ক	অন্য পরীক্ষার্থী /পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলা/যোগাযোগের চেষ্টা করা	১ম বার : সতর্কীকরণ/সিট পরিবর্তন ২য় বার : ঐ পত্রের ৫% মার্ক কেটে নেয়া ৩য় বার : প্রধান প্রত্যবেক্ষকের অনুমোদনক্রমে ঐ পত্রের জন্য হল হতে বহিস্কার
খ	পরীক্ষার হলে সংশিণ্টষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজের কাছে রাখা বা কোন উৎস হতে নকল করা বা অন্য কোন পরীক্ষার্থীর খাতা দেখে লেখা	পরীক্ষার হল হতে বহিস্কারসহ ঐ পত্রের পরীক্ষা বাতিল এবং ৬ মাস হতে ২ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিস্কার।
গ	পরীক্ষার্থীর শরীর, ক্যালকুলেটরসহ পরীক্ষায় ব্যবহৃত জ্যামিতিক যন্ত্রপাতিতে লেখাসহ হলে প্রবেশ।	পরীক্ষার হল হতে বহিস্কারসহ ঐ পত্রের পরীক্ষা বাতিল এবং ৬ মাস হতে ২ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিস্কার
ঘ	পরীক্ষার্থীর টেবিল/চেয়ারে পরীক্ষার বিষয়ে কোন কিছু লিখিত পাওয়া গেলে।	পরীক্ষার হল হতে বহিস্কারসহ সর্বনিম্ন ঐ পত্রের পরীক্ষা বাতিল এবং সর্বোচ্চ রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল।
ঙ	প্রত্যবেক্ষক বা পরীক্ষকের প্রতি উগ্র বাক্য ব্যবহার অথবা প্রত্যবেক্ষক/পরীক্ষককে ভয় ভীতি প্রদর্শন।	সর্বনিম্ন রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল পরীক্ষা বাতিল এবং সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিরতরে বহিস্কার
চ	পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে ভিন্ন পন্থায় প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা/সংগ্রহের চেষ্টা করা।	বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২ বছরের জন্য বহিস্কার/বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১ বছরের জন্য বহিস্কার
ছ	পরীক্ষার্থীর নিকট পরীক্ষা সম্পর্কিত নয় এরূপ কোন কিছু লিখিত পাওয়া গেলে।	ঐ পত্রের পরীক্ষা বাতিলসহ পরীক্ষার হল হতে বহিস্কার করা যেতে পারে।
জ	পরীক্ষককে প্রভাবিত করা	ঐ পত্রের পরীক্ষা বাতিল

ঝ	অন্য ছাত্রের পরিবর্তে পরীক্ষা দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা।	উভয় পরীক্ষার্থীর ঐ টার্মের রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সর্বনিু ১ বছর এবং সর্বোচ্চ চিরতরে বহিস্কার
ঞ	বাহির হতে কোন প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে পরীক্ষার খাতার সাথে জুড়ে দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা।	রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল টার্মের পরীক্ষা বাতিল এবং ১ হতে ২ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাহিস্কার।

টার্ম ফাইনাল, ক্লাশ টেস্ট, কুইজ প্রভৃতি সকল পরীক্ষার জন্য উপর্যুক্ত বিধিসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২০. পরীক্ষা সংশিণ্টষ্ট শাস্তি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও তাদের ক্ষমতাবলী ঃ

কর্তৃপক্ষ		ক্ষমতা	পুনঃবিচেনার/আপীল কর্তৃপক্ষ
(ক)	শৃংখলা বোর্ড	সর্বনিু সতর্কীকরণ এবং সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিরতরে বহিস্কার	একাডেমিক কাউন্সিল
(খ)	প্রধান প্রত্যবেক্ষক	সতর্কীকরণ, পরীক্ষার হল হতে বহিস্কার। বিষয়টি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট রিপোর্ট করতে হবে।	ভাইস-চ্যান্সেলর
(গ)	প্রত্যবেক্ষক	সতর্কীকরণ, ৫% নম্বর কর্তন করে নেয়া। ৫% নম্বর কর্তন এর বিষয়টি ভাইস-চ্যান্সেলর এর নিকট প্রধান প্রত্যবেক্ষক এর মাধ্যমে রিপোর্ট করতে হবে।	প্রধান প্রত্যবেক্ষক

স্বাক্ষরিত

(জনাব মো: জাবেদ হোসেন)
প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হল ও আহ্বায়ক
নোবিপ্রবি'র ছাত্র শৃংখলা বিধি প্রণয়ন কমিটি

স্বাক্ষরিত

(জনাব মুহাম্মদ হানিফ মুরাদ)
প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ও সদস্য
নোবিপ্রবি'র ছাত্র শৃংখলা বিধি প্রণয়ন কমিটি

স্বাক্ষরিত

(জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম)
প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হযরত বিবি খাদিজা হল ও সদস্য
নোবিপ্রবি'র ছাত্র শৃংখলা বিধি প্রণয়ন কমিটি